দৈনিক বাংলা

তারিখ 21/6/80
পৃষ্ঠা কলাম

প্রাইমারী স্কুলের কিছু সমস্যা

সংবাদপত্রে যেসব প্রস্তাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশই হলো প্রাইমারী শিক্ষা ও শিক্ষক-সংক্রান্ত। অনেক ক্ষেত্রে নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন কিংবা স্কুলের মঞ্জুরী দান অথবা মঞ্জুরীর পরিমাণ বাড়ানোর আবেদন, দাবী-দাওয়া যেমন থাকে, তেমনি আবার বহুক্ষেত্রে থাকে প্রতিষ্ঠিত অনেক স্কুলের নানা সমস্যার কথা, শিক্ষকদের সমস্যার কথা। জরীপ নিলে হয়তো দেখা যাবে, বহু স্কুল যেমন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যায় পীড়িত, তেমনি শিক্ষকরাও অনুরূপ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তা ছাড়া স্কুল গৃহের সমস্যা, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদির সমস্যা, শিক্ষার পরিবেশের সমস্যা—এসব তো আছেই। হয়তো কোনো স্কুলে প্রয়োজনীয় ছাত্র বা শিক্ষক নেই, আবার হয়তো অনেক স্কুলে শিক্ষক থাকলেও তাঁরা নিয়মিত বেতন পান না।

যেসব সমস্যার কথা ও স্বরূপ এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো, তার বাইরেও হয়তো আছে আরও নানা সমস্যা। বস্তুত প্রাইমারী শিক্ষা এবং শিক্ষকের সমস্যাও যেমন বহুমুখী তেমনি বিচিত্র। এসব সমস্যা নিয়ে এবং সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে যেমন সংবাদপত্রে চিঠি-পত্র, খবর, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তেমনি প্রকাশিত হয় নানা আলোচনা এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যও। জরীপ নিলে এবং সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে হয়তো দেখা যাবে যে এসব সমস্যার অধিকাংশই যেমন মানব-সৃষ্ট, তেমনি আবার অনেকগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিতও। তবে সমস্যার কারণ এবং উৎস যা-ই হোক না কেন, প্রাইমারী শিক্ষা ও শিক্ষকের সমস্যা বহুমুখী এবং বিচিত্র হয়ে থাকার অর্থ শিক্ষার মূল-ভিত্তিকেই সমস্যাক্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ এবং নড়বড়ে করে রাখা, এবং আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে শিক্ষার মূলেই কুঠারঘাত হানা। প্রাইমারী শিক্ষাই যে শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং এই ভিত্তি পাকা-পোক্ত ও মজবুত না হলে যে পরবর্তী শিক্ষার ধাপ এবং 'শিক্ষা-সৌধ'ও নড়বড়ে হতে এবং ধসে পড়তে পারে, তা নতুন করে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

বস্তুত আমাদের শিক্ষা যে ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, প্রত্যাশিতরূপে সুষ্ঠু, যথার্থ এবং মেধা ও প্রতিভা বিকাশের উপযোগী, সর্বোপরি জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার ও জীবিকা অর্জনের যোগ্য অবলম্বন হতে পারছে না, তারও একটা প্রধান কারণ শিক্ষার গোড়ায় গলদ, অর্থাৎ প্রাইমারী শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি, এবং তা সুষ্ঠু ও সুচারু না হওয়া এর ফলে শিক্ষার হার যেমন বাড়ছে না প্রত্যাশিরূপে (প্রাইমারী স্তরেই অনেকে অকৃতকার্য হয়ে কিংবা অন্য কারণে পড়ায় ক্ষান্ত দিচ্ছে), তেমনি আবার যারা কৃতকার্য হচ্ছে তারাও আবার প্রাইমারী স্তরে সুশিক্ষার অভাবে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দরুন, পরবর্তী স্তরে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হচ্ছে। এসবের জন্য অবশ্য শিক্ষার্থীর অমনোযোগিতা, মেধা ও প্রতিভার অভাব, গৃহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের অভাব, অভিভাবকের দায়-দায়িত্ব বোধের অভাব অনেকখানি দায়ী। কিন্তু শিক্ষক এবং শিক্ষাঙ্গনও কম দায়ী নয়। কেননা, অমনোযোগী শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তোলা, তার মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানো, সুষ্ঠু ও উপযোগিতামূলক শিক্ষাদান শিক্ষকেরই দায়িত্ব। আর শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ, উপযোগী গৃহ এবং আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদির ওপরও শিক্ষা বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাছাড়া সুষ্ঠু ও উপযোগী পাঠ্যসূচী, উপযোগিতামূলক ও আকর্ষণীয় বই-পত্র ইত্যাদির অপরিহার্য আবশ্যকতার ব্যাপার তো আছেই।

প্রাইমারী স্তরে হোক কিংবা পরবর্তী স্তরেই হোক, শিক্ষার জন্যে যা অত্যাবশ্যক তাহলো শিক্ষা-গৃহ এবং শিক্ষক। শিক্ষক থাকলে অবশ্য মুক্তাসনে কিংবা গাছতলায় বসেও শিক্ষাগ্রহণ করা যায়। তবুও স্কুল তথা শিক্ষাগৃহ ও আসবাবপত্রাদি উপযোগী, আরামদায়ক এবং আকর্ষণীয় না হলে শিক্ষার্থীদের তো বটেই, শিক্ষকদেরও মন বসে না। শিক্ষাঙ্গনের অন্যান্য সমস্যার কথা বাদ থাক, শিক্ষকের অভাবের কথাটা যদি ধরি, তাহলেও দেখা যাবে যে অনেক প্রাইমারী স্কুলেই শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। সব শিক্ষকই অবশ্য সমান উপযুক্ত এবং যোগ্য নন, তবুও, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'—এই প্রবাদবাক্য অনুযায়ী শিক্ষক থাকা চাই-ই চাই, আর সব শিক্ষকই যদি উপযুক্ত এবং যোগ্য হন তাহলে তো কোনো কথাই নেই। প্রাইমারী স্কুলেও শিক্ষকের অভাবটা যে কত প্রকট তা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবর থেকেও বোঝা যাবে। এই খবরে বলা হয়েছে যে 'সিলেটে ৩ সহস্র প্রাইমারী শিক্ষকের পদ শূন্য।'

শিক্ষক না থাকার এবং শিক্ষকের পদশূন্য থাকার ব্যাপারটা শুধু সিলেটের একক কিছু নয়, সন্ধান নিলে হয়তো দেখা যাবে যে দেশের অন্যান্য এলাকায়ও প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। কিন্তু কথা হলো, দেশের অন্যত্র এবং সিলেটে এমন বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কারণ কি? প্রাইমারী শিক্ষা সরকার নিয়ন্ত্রিত, এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরাও সরকার থেকেই বেতন পেয়ে থাকেন। তাছাড়া অতীতের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বেশি, আর এই বেতন সরকারী অন্যান্য কর্মচারীদের মতোই মাসে-মাসে পাওয়ার কথা, বাকী থাকার কথা নয়। সুতরাং, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক পদের জন্যে প্রার্থীর অভাব হবে না এটাতো স্বাভাবিক—বিশেষত যেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আমাদের দেশে বিপুল। সুতরাং, সিলেটে এত বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য কেন, এর প্রকৃত কারণ কি, এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে। আলোচ্য খবরে অবশ্য বলা হয়েছে যে সিলেটে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া সত্ত্বেও এই মর্মে ডিপিআই অফিসে সার্কুলার পৌঁছা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত নাকি এব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

উপরোক্ত অভিযোগ সত্য হলে বলতে হবে যে এটা মানবসৃষ্ট একটি সমস্যা, এবং শিক্ষকের অভাব নয়, বরং লালফিতার দৌরাত্ম্য আর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাব এবং দায়িত্বহীনতাই এর জন্যে প্রধানত দায়ী। অবশ্য লালফিতার 'দৌরাত্ম্য' উদ্যোগের অভাব আর সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মচারীদের সংখ্যাল্পতা অনেক সমস্যার জন্যেই দায়ী। এমন কি, অনেকক্ষেত্রে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন পেতে বিলম্ব ঘটার, বেতন বকেয়া পড়ার জন্যেও এসব কম দায়ী নয়। আলোচ্য খবরেও বলা হয়েছে যে 'প্রাইমারী শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের শিথিলতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, চলতি মাস হইতে শিক্ষক ও কর্মচারিগণ বেতন পাইবে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়াছে।' অবশ্য এই ধরনের ব্যাপারও সিলেট জেলার কোতোয়ালী থানার একক কোনো ব্যাপার নয়। অনুরূপ ব্যাপার অন্যত্রও ঘটে, এবং শিক্ষকদের বেতনও বিলম্বিত হয়, বকেয়া থাকে। এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতার জন্যে আগ্রহ হ্রাস পাওয়া যেমন স্বাভাবিক, শিক্ষকের পদ শূন্য থাকাও বিচিত্র নয়।

শিক্ষকের অভাব ছাড়াও উপযুক্ত স্কুল-গৃহের অভাব প্রাইমারী স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। একথা তো সুবিদিত যে, আমাদের দেশে এ ধরনের অধিকাংশ স্কুলই কাঁচা গৃহে অবস্থিত, এবং বেশির ভাগেরই অবস্থা জরাজীর্ণ। তদুপরি, ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়ে বহু স্কুল-গৃহই ধসে পড়ে, বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর কারণ, বেশির ভাগ গৃহই কাঁচা বলে, জরাজীর্ণ বলে, আর পাকা-পোক্ত নয় বলে ঝড়ের দাপট সইতে পারে না। ঝড়-বাদলে, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়ে অবশ্য পাকা দালান-কোঠাও ধসে পড়ে, বিধ্বস্ত হয়, তবুও দালান-কোঠা হলে, পাকা-পোক্ত হলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কম। কিন্তু অধিকাংশ স্কুল-গৃহ কাঁচা বলেই, প্রায় প্রতি বছরই এগুলি বিপুল সংখ্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আর একবার ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বিধ্বস্ত হলে অর্থনৈতিক কারণেই তা মেরামত করা অথবা পুনঃনির্মাণ করা সহজে সম্ভব হয় না। ফলে স্কুল-গৃহের অভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দারুণ অসুবিধা পোহাতে হয়, শিক্ষাও হয় ব্যাহত।

এ বছরও ঝড়-বৃষ্টিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বহুসংখ্যক স্কুল গৃহ বিধ্বস্ত হয়েছে, আর এসবের মধ্যে প্রাইমারী স্কুল-গৃহের সংখ্যাও কম নয়। সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে অনেক খবর এবং প্রতিবেদন বেরিয়েছে। পত্রিকান্তরের এক খবরে বলা হয়েছে যে 'উত্তরাঞ্চলে উপর্যুপরি ঝড়ে সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।' প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এসব স্কুল পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আর্থিক মঞ্জুরী এবং সাহায্য দানের জন্যে আবেদনও কম জানানো হয়নি। আমরা মনে করি, এ ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতেই নেয়া দরকার। কেননা, আগেই বলেছি, শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষক এবং শিক্ষা-গৃহ দুই-ই দরকার। ঝড়-বাদলে কিংবা অন্য কোনো কারণে স্কুল-গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিধ্বস্ত হলে গৃহের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিও বিনষ্ট হয়, ফলে ক্ষতির পরিমাণই বাড়ে, সুতরাং এই ক্ষতিপূরণের জন্যেও সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমরা আশা করবো, মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত যেসব সমস্যা প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরি ভিত্তিতেই সেসব সমাধানের ব্যবস্থা নেবেন।

—সমীক্ষক